দৈনিক
ইত্তেফাক

14 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অনিশ্চয়তার মুখে

॥ বরিশাল অফিস ॥

আবারো অনিশ্চয়তার কবলে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প। দক্ষিণবঙ্গের কোটি মানুষের প্রাণের দাবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন-সংগ্রামের পরও সিদ্ধান্তহীনতার বেড়াজালে আটকে আছে সকল প্রক্রিয়া।

১৯৭৯ সালের ২৩ নভেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী পরিষদে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তী সরকারগুলো শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি আর অঙ্গীকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বিহীন বিভাগীয় শহরে পরিণত হয়েছে শিক্ষার নগরী বরিশাল।

দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর বিগত জোট সরকার এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নগরীর ডেফুলিয়ায় স্থান নির্ধারণ করেন। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলেও ক্ষমতা ছাড়ার কয়েকদিন পূর্বে শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় নামে তার অনুমোদন দেয়া হয়। পরে আওয়ামী লীগ কর্মীরা খালেদা জিয়ার স্থাপন করা ভিত্তিপ্রস্তর ভাংচুর করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নগরীর কাশিপুর ও সাহেবেরহাটে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান যাচাই-বাছাই চলে। তখন শওকত হোসেন হিরনসহ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা সাহেবেরহাটে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মতামত দেন। কিন্তু বিভাগীয় কমিশনার মু. হারুন চৌধুরী তার অফিস সংলগ্ন মহাসড়কের পাশে কাশিপুর মৌজায় ৪০ একর জমি পছন্দ করেন। শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাশিপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। এর কিছুদিন পরই শওকত হোসেন হিরন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। তখন তিনি কাশিপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে জোড়ালো প্রতিবাদ জানাননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ বৈঠকে কাশিপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে ভিসি নিয়োগ করে আগামী শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির কথা জানানো হয়। কিন্তু সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করলে শিক্ষা উপদেষ্টা আর কাশিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দেননি। ভিসি নিয়োগের জন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হলেও উপদেষ্টা শেষ সময়ে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে ক্ষমতা ছাড়েন। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় বর্তমান সরকার ঐ প্রকল্পের ব্যাপারে খুব আগ্রহ দেখাবে না ধরে নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে এখানকার আওয়ামী লীগের পরামর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে সাহেবেরহাটে স্থান নির্ধারণ করলে এ সরকারের মাধ্যমে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। নতুবা বিগত ২৮ বছরের সরকারগুলোর মতই বিশ্ববিদ্যালয়হীন একমাত্র বিভাগীয় শহর থেকে যাবে বরিশাল।